যুগান্তর
প্রিন্ট: ১৩ জুলাই ২০২৫, ১০:১১ এএম

শিক্ষাঙ্গন

কুবিতে আসছেন উপদেষ্টা আসিফ, জানে না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

কুবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ১১ জুলাই ২০২৫, ০১:৪৯ এএম

ফাইল ছবি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) ‘জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার প্রথম প্রতিরোধ ১১ জুলাই’ শীর্ষক একটি কর্মসূচিতে আসছেন অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তবে এমন কর্মসূচি সম্পর্কে জানে না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোনো আমন্ত্রণও জানানো হয়নি তাকে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন উপদেষ্টা আসিফ। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের একটি পত্রে এমনটি উলেখ করা হলেও কুবি প্রশাসন জানায়, অনুষ্ঠান বিষয়ে তারা অবহিত নন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি।

এদিকে মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে এমন কর্মসূচি আয়োজনে ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রয়েছেন বলেও উলেখ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আমন্ত্রণ ছাড়া এ চিঠি নিয়ে বিব্রত প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা। তারা বলছেন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ জুলাই নিয়ে কর্মসূচির চিঠি ইস্যু করেছে মন্ত্রণালয়, যেখানে ব্যবস্থাপনায় দেখানো হয়েছে উপাচার্যকে। অথচ, উপাচার্য আছেন ছুটিতে এবং এমন আয়োজন নিয়ে আমরা কেউই জানি না। ফলে এ সংক্রান্ত চিঠি ইস্যুর পর বাধ্য হয়েই প্রশাসন এমন আয়োজন করেছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ১ জুলাই ‘জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি’ উদ্যাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে ১১ জুলাই উদ্যাপন নিয়ে কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি। কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মাসুদা কামাল জানান, উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদকে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে আমি কিছু জানি না। উপদেষ্টা নিজ থেকে আজ চিঠি পাঠিয়েছেন। আমি বেলা ১১টায় জেনেছি উপদেষ্টা আসবেন। এর আগে শিক্ষার্থীরা আমাকে প্রস্তাব দেয়, তাকে নিয়ে আসবে। এখনো এই কর্মসূচির কোনো বাজেট পেশ হয়নি, সাবকমিটি কাজ করছে। প্রায় ২ লাখ টাকা এতে ব্যয় হতে পারে। এদিকে এই কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন খাতের অর্থ ব্যয় করা হবে এমন প্রশ্নে তারা কিছুই জানে না বলে জানায় অর্থ দপ্তর।

এদিকে সমন্বয়ক ও প্রশাসনের একাংশের দাবি, এই আয়োজনের পেছনে নতুন করে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার এবং মামলার ভয় দেখিয়ে নিয়োগ ও আর্থিক লেনদেনের পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে উপদেষ্টা আসিফের প্রভাব কাজে লাগিয়ে ক্যাম্পাসে নতুন সিন্ডিকেট তৈরির আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম বলেন, আগামীকালের (শুক্রবার) প্রোগ্রামের ব্যাপারে আমরা এখনো কোনো লিখিত পাইনি।